দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN. 1 4 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড ॥ দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হিমাগারে!

মেধা তালিকা কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে

তৌহিদ ইবনে ফরিদ, *চবি থেকে*

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকা কেলেঙ্কারির চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চক্রান্ত চলছে। নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার এক সপ্তাহ পরও দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এখনও আলোর মুখ দেখেনি। ফলাফল জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত প্রকৃত দোষীরা কৌশলে ঘটনাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

বোর্ড প্রশাসনের একটি অংশ বিতর্কিত দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে অযথা কালক্ষেপণের মাধ্যমে মেধা তালিকা কেলেঙ্কারির ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর অংশ হিসাবে বোর্ডের এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে একটি সরকারী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে বদলি করা হয়েছে। দু'টি খোঁড়া অজুহাতে প্রথম তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে 'অসম্পূর্ণ' ও 'ত্রুটিপূর্ণ' আখ্যায়িত করে দ্বিতীয় আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। একটি বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, একটি সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং একটি সরকারী কলেজের সম্প্রতি এলপিআর-এ যাওয়া একজন শিক্ষককে নিয়ে গঠিত দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি নির্ধারিত সময়ে কোন কাজই করতে পারেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া এলপিআর-এ যাওয়া সরকারী কলেজের উক্ত শিক্ষক কয়েক সপ্তাহ আগে পদত্যাগ করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের এক শিক্ষককে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় কমিটির তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে সৃষ্ট রহস্য দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে।

এমনকি দ্বিতীয় কমিটির তদন্ত রিপোর্ট আদৌ প্রকাশিত হবে কিনা এ নিয়ে বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা সন্দেহ পোষণ করছেন। সূত্র মতে, বোর্ডের সংঘবদ্ধ ফলাফল জালিয়াতি চক্রটি বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কানভারি করে প্রথম তদন্ত কমিটির প্রকাশিত সত্যকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গঠিত ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি দীর্ঘ তিন মাস একটানা তদন্ত কাজ পরিচালনা করে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় জালিয়াতির ঘটনা উদঘাটন করে। বোর্ডের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী উত্তরপত্রের ওএমআর-এর পিন খুলে খাতা পরিবর্তন করে মেধা তালিকায় প্রথম ও অষ্টাদশ স্থানে দু'জন ফেল করা ছাত্রকে স্থান দেয়।